দৈনিক বাংলা

২৩/৩/৮০

5 7

003

# জনমত

## প্রাইমারী স্কুলের পাকাঘর চাই

কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ মহকুমার বরুড়া থানার অন্তর্গত দুলালপুর গ্রামের 'দুলালপুর ফ্রি প্রাইমারী স্কুলটি' উক্ত এলাকার একটি অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যময় স্কুল। এই স্কুলের বহু প্রাক্তন শিক্ষার্থী আজ কর্মময় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছেন। প্রতি বছরেই বেশ কজন ছাত্রছাত্রী এই স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকে। স্কুলের ভালো লেখাপড়া ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দূর দূরান্ত থেকেও বহু ছাত্রছাত্রী এই স্কুলে অধ্যয়নের জন্যে এসে থাকে। ফলে এ স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই বেশী। সরকারের বেলকুও 'অক্ষর দান' ব্যবস্থা এতে চালু আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্কুল ঘরটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। স্কুল ঘরটি বাঁশ ও টিন দ্বারা তৈরী। ফলে প্রত্যেক বছরই ঝড়ের কবলে পড়ে এটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং মেরামত কালীন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশ করা সম্ভব হয় না। স্কুল বন্ধ থাকে, এছাড়াও বৃষ্টির সময় বৃষ্টির পানিতে ছাত্র-শিক্ষকদের কাজকর্ম ও লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটে, এতেও স্কুল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

পরিতাপের বিষয়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট স্কুল ঘরটি পাকা করার জন্যে বহু আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি স্কুল ঘরটি পাকা করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশ সরকার আজ শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং প্রেসিডেন্টের বিপ্লবের কর্মসূচীর দ্বিতীয় পদক্ষেপই 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ' প্রকল্প রয়েছে। এ বিপ্লবের সাফল্য কামনা করে সদাশয় সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন ও দাবী, অবিলম্বে স্কুলটিকে পাকা করে ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে পড়াশোনার সুযোগ দান করুন।

মোঃ আবদুস সালাম,
দুলালপুর, কুমিল্লা।

আমাদের ছেলেমেয়েদের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই নকলরূপী এই বিষবৃক্ষকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। অবশ্য নকল উচ্ছেদের কথা বলে শ্রীনগর থেকে পরীক্ষা কেন্দ্র উঠিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করি না। শ্রীনগরে পরীক্ষা কেন্দ্র চালু রেখেই নকল উচ্ছেদ অভিযান জোরদার করার জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, অভিভাবক, যুবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিকভাবে বাস্তব ভূমিকা পালন করতে আহবান জানাচ্ছি।

আলহাজ সৈয়দ আবদুল মান্নান
বাসাইল ভোগ, শ্রীনগর, ঢাকা।

## শ্রীনগর পরীক্ষা কেন্দ্রের নকল উচ্ছেদ চাই

ঢাকা জেলার শ্রীনগরে ১৯৭০ সাল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র চালু আছে। শ্রীনগর, সিরাজদিখান ও নবাবগঞ্জ থানার প্রায় অর্ধশত স্কুলের অগণিত ছাত্রছাত্রী প্রতি বৎসর এখানে পরীক্ষা দিয়ে আসছে। ফলে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা কেন্দ্রে পরীক্ষার সময় যে অসম্ভব ভিড় হতো তা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া গরীব অভিভাবকদের অধিক হারে টাকা-পয়সা খরচ করে মুন্সীগঞ্জে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা দেয়ার বহুমুখী ঝামেলা এখন আর ভোগ করতে হচ্ছে না। তাই শ্রীনগরে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্তকে পশ্চিম বিক্রমপুরের আপামর জনসাধারণ সানন্দে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হওয়ার পর থেকেই শ্রীনগরের একটি বিশেষ মহল নকলরূপী আত্মঘাতি কর্মের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন। তাঁরা এখানে গণ ঢালাও নকল চালু রাখার সব ব্যবস্থাই অত্যন্ত সুকৌশলে সম্পন্ন করছেন। এমন কি তারা নিজেদের ঘনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী ও আত্মীয় স্বজনদের পরীক্ষার উত্তরপত্র বাইরে থেকে লিখে এনে হলে সরবরাহ করে থাকেন। এভাবে বহু 'অসদুপায়' ছাত্রছাত্রীও এখান থেকে একাধিক লেটারসহ প্রথম বিভাগে অতীতে পাস করে গেছে। এভাবে নকলের মতো একটি জঘন্য কর্ম চালু থাকুক তা কোন বিবেকবান ব্যক্তিরই কাম্য হতে পারে না।